কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০১২.১৭/ ৩৪৩

তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সভার নোটিশ

সরকারের এসডিজি'র ৩নং উদ্দেশ্য পুরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্তির লক্ষ্যে কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের নিমিত্ত করণীয় নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৫১২, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) আগামী ০৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এসাথে সভার কার্যপত্র প্রেরণ করা হলো। অনুষ্ঠিতব্য সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৪/০৯/১৭

(পরিতোষ হাজরা)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০০৪০
ই-মেইল: dsexten2@moa.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাও, ঢাকা
০২ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫ সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮ সচিব, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯ সচিব, শিল্প মন্ত্রনালয় , দিলকুশা, মতিঝিল ঢাকা

সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০ অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ)/(পিপিসি)/(গবেষণা),কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন,দিলকুশা. ঢাকা
১২ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
১৩ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ,প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন,ঢাকা
১৪ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
১৫ মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
১৬ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , গাজীপুর
১৭ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট , গাজীপুর
১৮ মহাপরিচালক, বিএসটিআই, তেজগাঁও , ঢাকা
১৯ যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০ পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
(সভায় এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
২১ যুগ্ম সচিব(সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২ উপসচিব (উপকরণ-২ অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

১। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক),প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন , তেজগাও, ঢাকা
২। যুগ্ম-সচিব (নিরাপত্তা-২ অধিশাখা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(সভার সদস্যদের উল্লিখিত তারিখে সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৩। উপসচিব (প্রশাসন-২) সেবা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(সভায় আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৪। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয় (নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

এসডিজি'র ৩ নং উদ্দেশ্য পূরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্তির জন্য কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র।

❖ **মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। জনবহুল এই দেশটিতে একদিকে যেমন ফসলের জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর প্রেক্ষিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়ে জনবহুল এই দেশটিতে সম্প্রতি দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের ক্ষেত্রে 'বালাইনাশক' একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্ষেত্রবিশেষ এ বালাইনাশক এর ক্ষতিকর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ফসলের উৎপাদন অব্যহত রাখার স্বার্থে বালাইনাশক এর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। তথাপি মাত্রার অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

১। কার্বোফুরান, গ্লাইফোসেট, প্যারাকুয়াট এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে সীমিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে বিকল্প প্রাপ্তি সাপেক্ষে এসব কীটনাশক এর ব্যবহার প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ -বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সজাগ ও সচেতন রয়েছেন; ফলশ্রুতিতে অযাচিত এসব কীটনাশক ব্যবহার সীমিত হয়ে আসছে। কীটনাশক এর ব্যবহার হ্রাস করার জন্য আইপিএম (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা সমন্বিত বালাইনাশক) পদ্ধতিও জোরদার করা হয়েছে;

২। ফসলের বিভিন্ন বালাই (পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই বা আগাছা) দমনে 'রাসায়নিক বালাইনাশকের' উপর একক নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে এর বিকল্প হিসাবে 'জৈব বালাইনাশক' (Bio Pesticide) ভিত্তিক সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। জৈব বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, কার্যকরী, উৎপাদক এবং ভোক্তার জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকারকসম্পন্ন। জৈব বালাইনাশক এর সবচেয়ে বড় সুবিধা এটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পোকা-মাকড় বা রোগবালাই ধ্বংস করে থাকে, যার ফলে প্রকৃতিতে থাকা উপকারী বা বন্ধুপোকা-মাকড়সমূহের কোন ক্ষতি হয় না;

৩। সকল কীটনাশক এর বোতলের লেবেল এ 'Pre-harvest Interval (PHI)' সংক্রান্ত তথ্য লাল কালিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং লেবেল অনুমোদনের সময় এ-বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেই লেবেল অনুমোদন দেয়া হয়। আরও উল্লেখ্য যে, উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি পরিদর্শন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ ও জোরদারকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে কৃষক পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত আছে;

৪। কীটনাশকের রেজিস্ট্রেশন/ লাইসেন্স প্রক্রিয়া চাহিদা মাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক বিধি মোতাবেক যাচাই করে প্রদান করা হচ্ছে;

৫। কীটনাশক/ বালাইনাশক আমদানির ক্ষেত্রে বন্দরে কনসাইন্টমেন্ট খালাসের আগে র‍্যান্ডম (Random) নমুনা পরীক্ষার জন্য বন্দরগুলোতে আধুনিক ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে; এবং

৬। Food Safity Act 2013 এর আলোকে Bangladesh Food Safity Authority হতে Maximum Residue Limit (MRLs) সহ Codex Allimentay Commission (FAO/WHO) ASEAN MRLs বিচার বিশ্লষণ করে বাংলাদেশ উপযোগী Chemical, contamins, toxin and residue regulation 2017 প্রণয়ন করা হয়েছে। যা মানব দেহের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

❖ **কীটনাশকের প্রভাব মুক্তির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের (সম্প্রসারণ উইং) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক করণীয়:**

এসডিজি'র-৩ নং উদ্দেশ্য পূরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্তির জন্য কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের বিষয়ে (ক) স্থানীয় পর্যায়ে (খ) জাতীয় পর্যায়ে (গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ:

(ক) **স্থানীয় পর্যায়ে:**

১. কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান করা (ব্যবহার নির্দেশনা অনসুরণ, প্রোটেকটিভ যন্ত্রপাতির ব্যবহার, গর্ভবর্তী মহিলাদের দ্বারা কীটনাশক প্রদান না করা)। এ লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক প্রচার, স্কুলে শিক্ষা দান করা, কীটনাশক মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা, জৈব প্রযুক্তিতে চাষাবাদ-কে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

২. বাড়িতে ক্ষতিকর কসমেটিক বা কীটনাশকের ব্যবহার রোধ/সীমিত করার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. চাষাবাদের ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা Integrated Pest management (IPM) পদ্ধতির প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং কৃষক পর্যায়ে বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৪. কীটনাশকের একান্ত প্রয়োজন থাকলে তার প্রকৃত কনটেইনারে সিলসহ সকলের নাগালের বাইরে একটি বন্ধ কেবিনেটে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করার বিষয়ে প্রচারণা; এবং

৫. কম ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(খ) **জাতীয় পর্যায়ে:**

১. জাতীয় পর্যায়ে জনসাধারণ, কীটনাশক বিক্রেতা ও কীটনাশক ব্যবহারকারীদের মধ্যে কীটনাশক সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান ক্যাম্পেইন করা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা;

২. PHI মাঠ পর্যায়ে শতভাগ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;

৩. কীটনাশকের সহজলভ্যতা বন্ধ করা বা সীমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৪. কীটনাশকের ব্যবহারের ঝুঁকি ও রেসিডিউর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও মনিটর করা;

৫. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র যেমন- জরুরি সেবা, বিষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যসেবকদের (Health Care Provider) শিক্ষা প্রদান;

৬. কৃষিতে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করে জৈব প্রযুক্তি/ইকোলজিক্যাল ফার্মিং এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের প্রচলন ঘটানো;

৭. বিদ্যমান The Pesticide Ordinance-1971, The Pesticides (Amendment) Ordinance, 2009 এবং The Pesticide Rules, 1985 সংশোধন ও হালনাগাদকরণ এবং এসব আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

৮. Good Agricultural Practice (GAP) নিশ্চিতকরণ;

৯. আইনে "Pesticide ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে" সুস্পষ্ট বিধান প্রবর্তন;

১০. Pesticide পরীক্ষার জন্য Lab স্থাপন ও কার্যকরীকরণ;

১১. Pesticide Rules অনুযায়ী Advisory committee কার্যকর করা; এবং

১২. উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কার্যক্রম World Health Organization, Food and Agriculture Organization, Asia-Pacific Protection Commission এর গাইডলাইন অনুসারে সম্পন্ন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। তবে বিশ্বমানের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জাপান, চীন, ভারতের মত বাংলাদেশে ও অবকাঠামো, জনবল ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) **আন্তর্জাতিক পর্যায়ে:**

১. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন যেমন-স্টোকহোম কনভেনশন (Stockholm Convention), Rotterdam Convention ইত্যাদির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন-Intergovernmental Forum for Chemical Safety (IFCS), Food and Agricultural Organization (FAO) ইত্যাদির কীটনাশক সম্পর্কিত বিভিন্ন গাইডলাইন অনুযায়ি প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সভায় বর্ণিত বিষয়ের আলোকে স্ব স্ব মন্ত্রনালয়/বিভাগ,দপ্তর/সংস্থা এসডিজি'র ৩ নং উদ্দেশ্য পূরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্তির জন্য কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে (লিখিত মতামতসহ) মতামত রাখতে পারেন।